পৌষ মাসে কৃষক ভাইদের করণীয়

পৌষ শীতের প্রথম মাস । প্রকৃতির হিমশীতল আমেজ, পিঠাপুলির ধুম, খেজুর গুড়ের পায়েস, মাঠ প্রান্তরে কুয়াশা ঢাকা সন্ধ্যা, বিন্দু বিন্দু শিশির জমা সকাল -দুপুর, বিকাল অন্যরকম আমেজ এনে দেয় জীবন পরিক্রমায়। বাংলার মানুষের মুখে অন্ন যোগাতে শীতের ঠাণ্ডা হাওয়ায় লেপের উষ্ণতাকে ছুড়ে ফেলে আমাদের কৃষক ভাইরা ব্যস্ত হয়ে পড়েন মাঠের কাজে। আসুন সংক্ষেপে আমরা জেনে নেই পৌষ মাসে করনীয় বিষয়গুলো।

বোরো ধান

- পৌষ মাসের তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত বোরো ধানের বীজতলা তৈরী করা যাবে। তীব্র শীতে বীজতলা ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করতে শুকনো বোরো বীজতলা তৈরি করুন।
- অতিরিক্ত ঠান্ডার সময় দিনের বেলা বীজ তলা স্বচ্ছ পলিথিন দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে এবং রাতের বেলা তুলে ফেলতে হবে। বীজতলায় চারাগাছ হলদে হয়ে গেলে প্রতি বর্গমিটারে ৭ গ্রাম ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে। এরপর ও যদি চারা সবুজ না হয় তবে প্রতি বর্গমিটারে ১০ গ্রাম করে জিপসাম দিতে হবে। বোরো ধানে বীজতলার প্রয়োজনীয় পরিচর্যা করুন।
- পৌষ মাস বোরো ধানের জন্য জমি প্রস্তুত করার উপযুক্ত সময়। বোরো ধান রোপণের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট দূরত্বে (২০ সে. মি. x ২০ সে.মি) চারার বয়স ৩০ দিন হলে মূল জমিতে রোপন করুন। চারা রোপনকালে শৈত্য- প্রবাহ শুরু হলে কয়েক দিন দেরী করে চারা রোপন করুন।
- বোরো ধান রোপনের পর শৈত্য প্রবাহ দেখা দিলে জমিতে ৫-৭ সেন্টিমিটার পানি ধরে রাখুন।
- বোরো ধানের চারা রোপণের ১৫-২০ দিন পর প্রথম কিস্তি এবং ৩০-৪০ দিন পর দ্বিতীয় কিস্তি হিসেবে ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

গম

- গমের জমিতে ইউরিয়া সারের উপরি প্রয়োগ এবং প্রয়োজনীয় সেচ দিতে হবে।
- চারার বয়স ১৭-২১ দিন হলে গম ক্ষেতের আগাছা পরিষ্কার করে বিঘা প্রতি ১২-১৪ কেজি অথবা এইজেড অনুসারে ইউরিয়া সার প্রয়োগ করতে হবে এবং সেচ দিতে হবে। গমের জমিতে যেখানে ঘন চারা রয়েছে সেখানে কিছু চারা তুলে পাতলা করে দিতে হবে।

ভুট্টা

- ভুট্টার সাথে সাথী বা মিশ্র ফসলের চাষ করে থাকলে সেগুলোর প্রয়োজনীয় পরিচর্যা করতে হবে।
- চারা গাছের উচ্চতা ১০-১৫ সেন্টিমিটার হলে ১৫-২০ দিন পর পর ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে।
- গোড়ার মাটির সাথে ইউরিয়া সার ভালো করে মিশিয়ে দিয়ে সেচ দিতে হবে।
- ভুট্টা ক্ষেতের গাছের গোড়ায় মাটি তুলে দিতে হবে। দুই সারির মাঝে সার দিয়ে কোদালের সাহায্যে মাটি কুপিয়ে সারির মাঝের মাটি গাছের গোড়ায় তুলে দিতে হবে। ১০-১২ দিন পর পর এভাবে গাছের গোড়ায় মাটি তুলে না দিলে গাছ হেলে পড়বে এবং ফলন কমে যাবে।
- এ সময় ভুট্টা ক্ষেতে পোকা-মাকড় ও রোগের আক্রমণ দেখা দিতে পারে। নিয়মিত মাঠ পরিদর্শন এবং Fall army worm পোকাসহ অন্যান্য পোকামাকড় পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা নিতে হবে।

আলু

- আলু গাছের উচ্চতা ১০-১৫ সেন্টিমিটার হলে ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে।
- আলু ফসলে নাবি ধ্বসা বা মরক রোগ দেখা দিতে পারে। রোগ দমনে ২ গ্রাম ডায়থেন এম ৪৫ অথবা সিকিউর অথবা ইন্ডোফিল প্রতি লিটার পানির সাথে মিশিয়ে অথবা যেকোন অনুমোদিত মেনকোজেব জাতীয় ছত্রাকনাশক ৭ দিন পর পর স্প্রে করতে হবে।
- নাবি ধ্বসা বা মড়ক লাগা জমিতে সেচ দেওয়া বন্ধ রাখতে হবে।
- তাছাড়া আলু ফসলে মালচিং, সেচ প্রয়োগ, আগাছা দমনের কাজ গুলোও করতে হবে।
- আলু গাছের বয়স ৯০ দিন হলে মাটির সমান করে গাছ কেটে দিতে হবে এবং ১০ দিন পর আলু তুলে ফেলতে হবে। পরে ভালো করে শুকিয়ে বাছাই করতে হবে এবং সংরক্ষণের ব্যবস্থা নিতে হবে।

শীতকালীন সবজি

- ফুলকপি, বাঁধাকপি, ওলকপি, শালগম, মুলা এ সব বড় হওয়ার সাথে সাথে চারার গোড়ায় মাটি তুলে দিন। চারার বয়স ২-৩ সপ্তাহ হলে সারের প্রথম উপরি প্রয়োগ সম্পন্ন করুন। সবজি ক্ষেতের আগাছা, রোগ ও পোকা-মাকড় নিয়ন্ত্রণ করুন। এক্ষেত্রে সেক্স ফেরোমেন ফাঁদ ব্যবহার করতে পারেন। প্রতি বিঘা জমির জন্য ১০-১৫টি ফাঁদ স্থাপন করতে হবে।

ডাল ও তেল ফসল

- এ মাসে রোপণকৃত ডাল ফসলের যত্ন নিন। সারের উপরি প্রয়োগ, প্রয়োজনে সেচ, আগাছা পরিষ্কার, বালাই ব্যবস্থাপনাসহ সবকটি পরিচর্যা সময়মত সম্পন্ন করুন।

এ মাসে তেল ফসলে (সরিষা, তিল, তিসি ও সূর্যমুখী) যত্ন নিলে কাঙ্ক্ষিত ফলন পাওয়া যাবে।

পেঁয়াজ

- কন্দ পেঁয়াজের কলি ভেঙ্গে দিতে হবে। চারা রোপনকৃত পেঁয়াজের উপরি সার প্রয়োগসহ অন্যান্য পরিচর্যা করতে হবে।

ফল-বৃক্ষ:

- বর্ষায় রোপন করা ফল, ঔষধি বা বনজ গাছের যত্ন নিন। গাছের গোড়ায় মাটি আলগা করে দিন এবং আগাছা পরিষ্কার করুন। প্রয়োজনে গাছকে খুঁটির সাথে বেঁধে দিন ও গাছের গোড়ায় পানি ধরে রাখার জন্য জাবরা প্রয়োগ করুন।
- এ মাসে খড়-কুটা, পাতা, আগাছা, কচুরিপানা দ্বারা মাটির উপরের স্তরে মালচিং করলে মাটির রস মজুদ থাকে।

তাছাড়া কৃষির যে কোন সমস্যায় উপজেলা কৃষি অফিস অথবা কৃষি কল সেন্টারের ১৬১২৩ নম্বরে বা কৃষক বন্ধু সেবার ৩৩৩১ নম্বরে কল করে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিতে পারেন।